দর্শন ও প্রগতি, বর্ষ ৩৯ : ১ম ও ২য় সংখ্যা, জানুয়ারি-জুন, জুলাই-ডিসেম্বর, ২০২২

যুক্তিবিদ্যা বিষয়ক হেগেলের সংজ্ঞা: একটি পর্যালোচনা

কাজী এ এস এম নুরুল হুদা*

সারসংক্ষেপ

হেগেল তাঁর "লজিক এজ মেটাফিজিক্স" নামক গ্রন্থাংশের শুরুতেই অল্প ব্যবধানে যুক্তিবিদ্যার দৃশ্যত দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেন। এ দুটি সংজ্ঞানুযায়ী, যুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান হলেও এটিকে চিন্তার বিজ্ঞান হিসেবেও আখ্যায়িত করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হেগেল একই গ্রন্থাংশে অল্প ব্যবধানে যুক্তিবিদ্যার এ যে দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করলেন, তার কারণ কী? বা এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যে সম্পর্কই বা কী? তারা কি একে অপরকে সমর্থন করে? বা তারা কি আসলেই ভিন্ন দুটি সংজ্ঞা? নাকি একই বক্তব্যের দুটি ভিন্ন প্রকাশ? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। এক কথায়, প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে, হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার দুটি ভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়। প্রবন্ধে লেখক দেখিয়েছেন যে, হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দুটির মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক তা কোনোভাবেই সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক নয়। বরং এ সম্পর্ক রূপান্তরমূলক বা স্পষ্টীকরণমূলক বলে সংজ্ঞাদ্বয়কে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ভূমিকা

প্রবন্ধের প্রারম্ভেই এটির পরিসীমা সংক্রান্ত একটি বিষয় পরিষ্কার করে নিই। ১৮১৭ সালে প্রকাশিত গেয়র্গ ভিলহেল্ম্ ফ্রিডরিখ হেগেলের *এনসাইক্লোপিডিয়া অফ দ্যা ফিলোসফিকাল সায়েন্সেস ইন ব্যাইসিক আউটলাইন* (দেখুন Hegel, 2010) গ্রন্থের কিয়দংশ বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো হয়, যা আরভিং এম. কপি এবং জেমস এ. গৌল্ড সম্পাদিত *রিডিংস অন লজিক* নামক গ্রন্থে "লজিক এজ মেটাফিজিক্স" শিরোনামে প্রকাশিত হয় (দেখুন Hegel, 1972, pp. 40-49)।[১] আমার বর্তমান প্রবন্ধের ভূগোল "লজিক এজ মেটাফিজিক্স" নামক এ গ্রন্থাংশে (excerpt) সীমাবদ্ধ। আরও নির্দিষ্ট করে বললে, আলোচ্য গ্রন্থাংশের শুরুতেই অল্প

* সহযোগী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ব্যবধানে হেগেল যুক্তিবিদ্যার *দৃশ্যত* দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করেন (Hegel, 1972, p. 40)। কিন্তু প্রশ্ন হলো, হেগেল একই গ্রন্থাংশে অল্প ব্যবধানে যুক্তিবিদ্যার এ যে দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করলেন, তার কারণ কী? বা এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যে সম্পর্কই বা কী? তারা কি একে অপরকে সমর্থন করে? বা তারা কি আসলেই ভিন্ন দুটি সংজ্ঞা? নাকি একই বক্তব্যের দুটি ভিন্ন প্রকাশ? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর খোঁজাই বর্তমান প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য।

বিগত কয়েক দশক ধরে এ গ্রন্থাংশটুকু বাংলাদেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো হলেও এটি নিয়ে কোনো ধরণের দার্শনিক বিতর্ক বা পর্যালোচনা বাংলা ভাষায় পেশাদারী দর্শন চর্চা যারা করেন তাঁদের লেখনীতে দেখা যায় না। বাংলা ভাষায় দর্শন চর্চার ক্ষেত্রে এ শূণ্যতা পূরণ করাই এ প্রবন্ধের অন্যতম প্রেরণা। এ বিবেচনায়, দুঃখজনক হলেও সত্য, বর্তমান প্রবন্ধটি আলোচ্য বিষয়ের উপর বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম প্রবন্ধ। এছাড়াও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের শিক্ষার্থীদের নিকট "লজিক এজ মেটাফিজিক্স" পাঠকে আরও বোধগম্য করাও প্রাবন্ধিককে অনুপ্রাণিত করেছে।

যাই হোক, বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এটিকে আমি কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করেছি। হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দুটি কী তা নিয়ে প্রবন্ধের প্রথমাংশে আলোচনা করেছি। যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় সংজ্ঞা প্রদান করার অব্যবহিত পরপরই হেগেল চিন্তা এবং ধারণার সম্পর্ক নিয়ে দুটি ব্যাখ্যা হাজির করেন। এ দ্বৈত ব্যাখ্যা নিয়ে জ্ঞানালোচনা প্রবন্ধের দ্বিতীয় ভাগে করা হয়েছে। প্রবন্ধের তৃতীয় ভাগে চিন্তা এবং ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত দ্বৈত ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপট থেকে যুক্তিবিদ্যার দ্বৈত সংজ্ঞার পারস্পরিক সম্পর্ক পর্যালোচিত হয়েছে। প্রবন্ধের শেষাংশে হেগেল ব্যবহৃত "করা যেতে পারে" অভিব্যক্তিটিকে তাঁরই ধার করে বর্ণিত চিন্তা সংক্রান্ত চারটি বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা হাজির করার মাধ্যমে পরীক্ষা করা হয়েছে। আসল কথা হচ্ছে, প্রবন্ধকে এ চারটি ভাগে ভাগ করা হলেও এ সকল ভাগ একটি একক উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তেই কাজ করে: হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার দুটি ভিন্ন সংজ্ঞার মধ্যকার সম্পর্ক নির্ণয়।

যুক্তিবিদ্যার দ্বৈত সংজ্ঞা

হেগেলের মতে, "যুক্তিবিদ্যা *বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান*" ("Logic is *the science of the pure idea*.") (Hegel 1972: 40; তেরছাক্ষর প্রাবন্ধিক কর্তৃক যুক্ত)। আর ধারণা চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমের (abstract medium of Thought) মধ্যে থাকে বলে হেগেল মত প্রকাশ করেন (Hegel, 1972, 40)। অর্থাৎ যুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান,

যেখানে ধারণা চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমের মধ্যে থাকে বলে তাকে বিশুদ্ধ বলে ধরা হয় (দাবি-১/সংজ্ঞা-১)। এখন প্রশ্ন হলো, চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যম বলতে হেগেল কী বুঝিয়েছেন? এ প্রশ্নের উত্তর যাই হোক, প্রসঙ্গান্তরে আমরা কিছু সম্পূরক প্রশ্ন করতেই পারি। চিন্তা কি একটি বিমূর্ত মাধ্যম? চিন্তাকে কেন বিমূর্ত মাধ্যম বলা হয়? কিংবা চিন্তা, যাকে মাধ্যম বলা হচ্ছে তা কি মূর্ত হতে পারে? এ প্রশ্নসমূহের উত্তর, যদিও গুরুত্বপূর্ণ, আলোচ্য প্রবন্ধের জন্যে প্রাসঙ্গিক নয় বিধায় আমি আলোচনা করছি না।

যাই হোক, আলোচ্য প্রবন্ধের একটু সামনের দিকে অগ্রসর হলে চিন্তা সম্পর্কিত এ প্রশ্নসমূহের উত্তর বা উত্তরের জন্যে দরকারি ইঙ্গিত হয়তো পাওয়া যাবে। হেগেল সেখানে বলেন, "যুক্তিবিদ্যাকে *চিন্তার বিজ্ঞান*, এবং এর নিয়ম-কানুন এবং বৈশিষ্ট্যগত রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত *করা যেতে পারে*" ("Logic *might have been* defined as *the science of thought*, and of its laws and characteristic forms.") (Hegel, 1972, 40; তেরছাক্ষর প্রাবন্ধিক কর্তৃক যুক্ত) (দাবি-২/সংজ্ঞা-২)। এ সংজ্ঞার অভিব্যক্তি দেখে মনে হচ্ছে, হেগেল যুক্তিবিদ্যাকে *চিন্তার বিজ্ঞান* হিসেবে দেখার বিপক্ষে নন। অধিকন্তু, চিন্তার বিজ্ঞান হিসেবে এটির চিন্তার প্রকৃতি ও নিয়ম-কানুন নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতের কথাও হেগেলের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, একই গ্রন্থাংশে অল্প ব্যবধানে হেগেল কর্তৃক যুক্তিবিদ্যার *দৃশ্যত* দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা প্রদান করার কোনো কারণ আছে কি?[২] এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যে কোনো সম্পর্ক আছে? এ সম্পর্ক কি বর্জনমূলক (exclusive) না সমর্থনমূলক (corroborative)? তারা কি আসলেই দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা? নাকি একই বক্তব্যের দুটি ভিন্ন প্রকাশ? হেগেল নিজেই বিষয়টিকে স্পষ্ট করার তাগিদ অনুভব করেছেন বলে প্রতীয়মান। এ উপলব্ধি থেকেই আমরা তাকে দেখি চিন্তা এবং ধারণার মধ্যে সম্পর্ক নিয়ে দুটি ব্যাখ্যা হাজির করতে। কিন্তু এটি একেবারেই পরিষ্কার নয়, এ দুটি ব্যাখ্যা কি পারস্পরিক বর্জনমূলক না অন্তর্ভুক্তিমূলক (inclusive)। বিষয়টি একটু পরেই স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার আগে জেনে নিই ব্যাখ্যা দুটি কী এবং তারা কীভাবে উপর্যুক্ত হেগেলিয় সংজ্ঞা দুটির মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করে।

চিন্তা এবং ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক সংক্রান্ত দ্বৈত ব্যাখ্যা

দ্বিতীয় সংজ্ঞা (দাবি-২) প্রদান করার অব্যবহিত পরের বাক্যেই হেগেল চিন্তা এবং ধারণার সর্ম্পক নিয়ে তাঁর প্রথম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেন। এ ব্যাখ্যাটি শুরু হয়েছে 'কিন্তু' ('but') নামক পদ ব্যবহার করার মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, "*কিন্তু* চিন্তা, চিন্তা হিসেবে, শুধুমাত্র

সাধারণ মাধ্যম, বা যোগ্যতার পরিস্থিতি গঠন করে, যা ধারণাটিকে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তিযুক্ত করে" ("*But* thought, as thought, constitutes only the general medium, or qualifying circumstance, which renders the Idea distinctively logical.") (Hegel, 1972, p. 40; তেরছাক্ষর প্রাবন্ধিক কর্তৃক যুক্ত) (দাবি-৩)। আমরা অনেক সময় 'কিন্তু' পদবাচ্য তখনই ব্যবহার করি যখন তা পূর্বের বাক্যের বিপরীত কিছু উপস্থাপন করে।[৩] একটু আগেই বলেছি, হেগেল পূর্বের বাক্যে যুক্তিবিদ্যা নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় সংজ্ঞা প্রদান করেন। তাহলে দাবি-২ এবং দাবি-৩ মিলে পুরো অংশটি দাঁড়ায় এরকম: "যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান, এবং এর নিয়ম-কানুন এবং বৈশিষ্ট্যগত রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত *করা যেতে পারে*। *কিন্তু* চিন্তা, চিন্তা হিসেবে, শুধুমাত্র সাধারণ মাধ্যম, বা যোগ্যতার পরিস্থিতি গঠন করে, যা ধারণাটিকে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তিযুক্ত করে" (Hegel, 1972, p. 40; তেরছাক্ষর প্রাবন্ধিক কর্তৃক যুক্ত)। এখন দ্বিতীয় সংজ্ঞার সাথে তার অব্যবহিত পরবর্তী দাবি যা 'কিন্তু' দিয়ে আরম্ভ হয়েছে তা চিন্তা এবং ধারণার সম্পর্ক নিয়ে হেগেলের দুটি ব্যাখ্যার মধ্যকার প্রথম ব্যাখ্যা উপস্থাপন করে। কিন্তু দাবি-৩ এ ব্যবহৃত আলোচ্য 'কিন্তু' পদবাচ্যকে আমরা কীভাবে ব্যাখ্যা করব? যেহেতু 'কিন্তু' দিয়ে আরম্ভ হওয়া কোনো দাবি পূর্বের বাক্যের বক্তব্যের বিপরীত বক্তব্য উপস্থাপন করে, সেহেতু দাবি-২ এবং দাবি-৩ এর সম্পর্ক দৃশ্যত পরস্পরবিরোধী (contradictory) বা সাংঘর্ষিক বলা যায়। কিন্তু আসলেই কি তাই? বিষয়টি একটু গভীরে তলিয়ে দেখা যাক।

আমার বিবেচনায় দাবি-২ এবং দাবি-৩ এর সম্পর্ক পরস্পরবিরোধী বা সাংঘর্ষিক হিসেবে হেগেল উপস্থাপন করেননি, যদিও দাবি-৩ শুরু হয়েছে 'কিন্তু' পদবাচ্য দিয়ে। বরং দাবি-৩ এর 'কিন্তু' পদবাচ্য পূর্বের দাবিকে অর্থপূর্ণ করে বা বুঝতে সহায়তা করে। অর্থাৎ, দাবি-২ এর অস্পষ্টতা দাবি-৩ দূর করে। দাবি-২ মতে, যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান। অন্যদিকে, দাবি-৩ চিন্তা কী তা ব্যাখ্যা করে। তাহলে, 'কিন্তু' পদবাচ্যটি আসলে এখানে 'যেখানে' ('where') অর্থ প্রকাশ করে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। 'যেখানে' শব্দটি যদি আমরা এখন 'কিন্তু'-এর স্থলে ব্যবহার করি, তাহলে দাবি-২ এবং দাবি-৩ আলাদা কোনো দাবি না হয়ে নিম্নোক্ত একটি একক জটিল বাক্যে পরিণত হয়: "যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান, এবং এর নিয়ম-কানুন এবং বৈশিষ্ট্যগত রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত *করা যেতে পারে*, যেখানে চিন্তা, চিন্তা হিসেবে, শুধুমাত্র সাধারণ মাধ্যম, বা যোগ্যতার পরিস্থিতি গঠন করে, যা ধারণাটিকে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তিযুক্ত করে।" সংক্ষেপে বিষয়টি অনেকটা এরকম: যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান, যেখানে চিন্তা হচ্ছে একটি সাধারণ মাধ্যম বা যোগ্যতার পরিস্থিতি গঠনকারী, যা ধারণাকে যুক্তিযুক্ত করে (সংজ্ঞা-২ক)।

'কিন্তু' পদবাচ্য নিয়ে আমার এ সিদ্ধান্তকে সঠিক ধরে নিয়ে চিন্তা এবং ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে গিয়ে হেগেল চিন্তা সম্পর্কিত যে দুটি ব্যাখ্যা হাজির করেন, তা আলোচনা করব। চিন্তা সম্পর্কিত প্রথম ব্যাখ্যায় তিনি চিন্তাকে চিন্তা হিসেবে (thought as thought) দেখেন। এখন প্রশ্ন হলো, "চিন্তা হিসেবে চিন্তা" এ অভিব্যক্তি কী প্রকাশ করে? চিন্তা হিসেবে চিন্তা বলতে কি তিনি বিশুদ্ধ চিন্তার (pure thought) কথা বুঝিয়েছেন? তিনি কি বিশুদ্ধ ধারণা বলতে যুক্তিবিদ্যার প্রথম সংজ্ঞায় (দাবি-১) যেমনটি বুঝিয়েছেন, তেমন কিছু বুঝিয়েছেন? নাকি "চিন্তা হিসেবে চিন্তা" বলতে তিনি অবিমিশ্র বা বিশুদ্ধ চিন্তা বুঝিয়েছেন?

দাবি-১ এ তিনি বলেন, বিশুদ্ধ ধারণা চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমে থাকে। কাণ্ডজ্ঞান প্রয়োগ করে আমার মনে হচ্ছে, বিশুদ্ধ ধারণা অবশ্যই একটি বিশুদ্ধ মাধ্যমে থাকবে। আর যেহেতু বিশুদ্ধ ধারণা চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমে থাকে, চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমই বিশুদ্ধ চিন্তা। অর্থাৎ, বিমূর্ত চিন্তাই (abstract thought) বিশুদ্ধ চিন্তা। অতএব, আমরা নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি: "চিন্তা হিসেবে চিন্তা" অভিব্যক্তির মধ্য দিয়ে হেগেল প্রকৃতপক্ষে চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমকেই বুঝিয়েছেন। এ সিদ্ধান্তের যথার্থতা আমরা হেগেলের দাবি-৩ এর মধ্যে পাই: "চিন্তা, চিন্তা হিসেবে, *শুধুমাত্র সাধারণ মাধ্যম*, বা যোগ্যতার পরিস্থিতি গঠন করে, যা ধারণাটিকে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তিযুক্ত করে" (Hegel, 1972, p. 40; তেরছাক্ষর প্রাবন্ধিক কর্তৃক যুক্ত)। চিন্তা হিসেবে চিন্তা বলতে তিনি এমন একটি মাধ্যমের কথা বুঝিয়েছেন যা "ধারণাটিকে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তিযুক্ত করে।" অর্থাৎ, ধারণা যুক্তিযুক্ত তখনই হবে যখন তা চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমে অবস্থান করবে বা প্রকাশিত হবে। আরেকটু সহজ করেও বলা যায়, বিমূর্ত চিন্তার মধ্যে অবস্থিত বা প্রকাশিত ধারণাই যৌক্তিক ধারণা। অর্থাৎ, যৌক্তিক ধারণা প্রকাশের একটি বাহন হলো বিমূর্ত বা বিশুদ্ধ চিন্তা।

আবার, একই দাবি-৩ এ হেগেল চিন্তা হিসেবে চিন্তা বলতে "যোগ্যতার পরিস্থিতি গঠন করে" এমন কিছুকে বুঝিয়েছেন যা "ধারণাটিকে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তিযুক্ত করে।" অর্থাৎ, ধারণাকে স্বতন্ত্রভাবে যুক্তিযুক্ত করার জন্য যেসব নির্ণায়ক রয়েছে তার গঠনকারী বা যোগানদাতা হচ্ছে (চিন্তা হিসেবে) চিন্তা। অন্যভাবে বলা যায়, (চিন্তা হিসেবে) চিন্তার উপর ধারণার যৌক্তিকতা নির্ভর করে।

চিন্তা হিসেবে চিন্তা বলতে তাহলে হেগেলের মধ্যে আমরা দুটি সিদ্ধান্ত দেখতে পাই। সিদ্ধান্ত-১ অনুযায়ী, চিন্তা হচ্ছে একটি বিমূর্ত বা বিশুদ্ধ মাধ্যম যা ধারণাকে স্বতন্ত্রভাবে যৌক্তিক করে। সিদ্ধান্ত-২ অনুযায়ী, চিন্তা হচ্ছে এমন একটি নির্ণায়ক গঠনকারী বা

যোগানদাতা যার উপর ধারণার যৌক্তিকতা নির্ভর করে। এখন, সিদ্ধান্ত-১ এবং সিদ্ধান্ত-২ কে মিলিতভাবে পাঠ করলে আমরা চিন্তা সম্পর্কে নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত-৩ এ পৌছাতে পারি: চিন্তা হচ্ছে এমন একটি বিমূর্ত বা বিশুদ্ধ মাধ্যম যা ধারণার যৌক্তিকতা নিরূপণ বা ধারণাকে যৌক্তিক হিসেবে পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্ণায়ক গঠন করে বা যোগান দেয়।

উপর্যুক্ত সিদ্ধান্ত-৩ ই হচ্ছে চিন্তা এবং ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে হেগেল প্রদত্ত চিন্তার প্রথম ব্যাখ্যা। এ ব্যাখ্যানুযায়ী, চিন্তা এবং ধারণার মধ্যকার সর্ম্পক, ধারণাকে যৌক্তিক করার ক্ষেত্রে চিন্তা কী ভূমিকা রাখতে পারে তা সম্পর্কিত।[৫] বিশুদ্ধ ধারণা যেহেতু চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমে থাকে, বিমূর্ত চিন্তা শুধুমাত্র সেই ধারণাকেই ধারণ করে যা এটি মনে করে যৌক্তিক। ধারণার এ যৌক্তিকতা নির্ধারণ করার জন্য যে নির্ণায়ক প্রয়োজন তা শুধুমাত্র চিন্তাই যোগান দেয় বা গঠন করে (সিদ্ধান্ত-৪)। চিন্তা এবং ধারণার মধ্যকার সম্পর্কের প্রথম ব্যাখ্যানুযায়ী, সিদ্ধান্ত-৪ কে এভাবে উপস্থাপন করা যায়: ১) চিন্তা হিসেবে চিন্তা তথা বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত চিন্তা ধারণাকে ধারণ বা পরিবেশন করে (সিদ্ধান্ত-৪ক); ২) চিন্তা হিসেবে চিন্তা তথা বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত চিন্তা ঐ ধারণাকেই ধারণ বা পরিবেশন করে যা যৌক্তিক (সিদ্ধান্ত-৪খ); এবং ৩) চিন্তা হিসেবে চিন্তা তথা বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত চিন্তা কোন ধারণার যৌক্তিকতা তার নিজের যোগান দেয়া বা গঠন করা মানদণ্ড অনুযায়ী নিরূপণ করে (সিদ্ধান্ত-৪গ)।

সিদ্ধান্ত-৪ এর সাথে দাবি-১ এর সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলেই যুক্তিবিদ্যার হেগেল প্রদত্ত সংজ্ঞা দুটির মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক তা স্পষ্ট হবে। এবং এ সম্পর্ক হবে, চিন্তা এবং ধারণার সম্পর্কে হেগেলের প্রথম ব্যাখ্যার প্রেক্ষাপট থেকে। এ আলোচনা আমি করব। তবে তার আগে চিন্তা এবং ধারণার মধ্যকার সম্পর্ক সম্বন্ধে হেগেল প্রদত্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটির আলোচনা সেরে নিই।

দ্বিতীয় ব্যাখ্যানুযায়ী, "যদি আমরা চিন্তার সাথে ধারণাকে অভিন্ন মনে করি, তবে চিন্তাকে একটি পদ্ধতি বা আকারের অর্থে না নিয়ে, বরং [চিন্তার] নিয়ম-কানুন এবং গঠনকারী উপাদানগুলোর স্ব-বিকাশী সামগ্রিকতার অর্থে নেয়া উচিত" ("If we identify the Idea with thought, thought must not be taken in the sense of a method or form, but in the sense of the self-developing system of its laws and constituent elements.") (Hegel, 1972, p. 40) (দাবি-৪)। দাবি-২ তথা হেগেল প্রদত্ত দ্বিতীয় সংজ্ঞার সাথে এ ব্যাখ্যার সম্পর্ক কী? এর আগে আমরা দেখেছি, দাবি-৩ তথা চিন্তা এবং ধারণার সম্পর্ক নিয়ে হেগেলের প্রথম ব্যাখ্যার সাথে

দাবি-২ এর সম্পর্ক দৃশ্যত সাংঘর্ষিক হলেও দাবি-৩ দাবি-২ কে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে। অনুরূপভাবে, দাবি-৪ ও কি দাবি-২ কে স্পষ্ট করতে সাহায্য করে? এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমাদের দাবি-৩ এবং দাবি-৪ এর মধ্যকার সম্পর্ক জেনে নেয়া প্রয়োজন।

হেগেল দাবি-৪ শুরু করেছেন 'যদি' ('if') পদবাচ্য দ্বারা এবং এ বাক্যের গঠন "যদি ... তবে" ("if ... then") বাক্যের অনুরূপ। বাক্যের বক্তব্য অনেকটা এরকম: "যদি *ক* হয়, তবে *খ* না হয়ে, *গ* হওয়া উচিত।" অর্থাৎ, প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার নিয়মানুযায়ী, *ক* হলে *গ* না হয়ে পারে না।[৫] দাবি-৪ এ *ক* চিন্তা এবং ধারণার অভিন্নতা নির্দেশ করে। এ *ক* চলকের মানই দাবি-৩ এবং দাবি-৪ এর সম্পর্ক নির্দেশ করে। কীভাবে? যেখানে দাবি-৩ বলছে, চিন্তাকে চিন্তা হিসেবেই দেখতে, সেখানে দাবি-৪ বলছে, চিন্তাকে ধারণার সাথে অভিন্ন করে দেখতে। অর্থাৎ, দাবি-৩ এবং দাবি-৪ চিন্তা নিয়ে আমাদের সামনে দুটি বিকল্প ব্যাখ্যা হাজির করে।

এ দুটি ব্যাখ্যা কি পারস্পরিক বর্জনমূলক না অন্তর্ভুক্তিমূলক? অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে, চিন্তা সম্পর্কিত এ দুটি ব্যাখ্যা পারস্পরিক বর্জনমূলক। দাবি-৪ এর ব্যাখ্যানুযায়ী, "যদি আমরা চিন্তার সাথে ধারণাকে অভিন্ন মনে করি, তবে চিন্তাকে একটি পদ্ধতি বা আকারের অর্থে না নিয়ে, বরং [চিন্তার] নিয়ম-কানুন এবং গঠনকারী উপাদানগুলোর স্ব-বিকাশী সামগ্রিকতার অর্থে নেয়া উচিত" (Hegel, 1972, p. 40)। চিন্তাকে চিন্তা হিসেবে না ভেবে ধারণার সাথে অভিন্ন ভাবলে, চিন্তা কোনো পদ্ধতি বা আকার নয়। আকার বলতে এখানে হেগেল কী বুঝিয়েছেন তা স্পষ্ট না হলেও, দাবি-৩ এবং দাবি-৪ যে বর্জনমূলক তাতে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয়। কারণ একই বাক্যে হেগেল, চিন্তা এবং ধারণা অভিন্ন হলে, চিন্তাকে একটি পদ্ধতি অর্থে নেয়া উচিত নয় বলেও মত দিয়েছেন।

কিন্তু প্রশ্ন হলো, এভাবে ভাবলে তা কেন দাবি-৩ এবং দাবি-৪ যে পারস্পরিক বর্জনমূলক তাকে সমর্থন করবে? এ প্রশ্নের উত্তর জানার জন্য আমরা পূর্বে প্রদত্ত চিন্তা সম্পর্কিত দাবি-৩ এর ব্যাখ্যা একটু স্মরণ করি। দাবি-৩ এর ব্যাখ্যা মতে, চিন্তা হচ্ছে এমন একটি বিমূর্ত বা বিশুদ্ধ মাধ্যম যা ধারণার যৌক্তিকতা নিরূপণের জন্য বা ধারণাকে যৌক্তিক হিসেবে পরিবেশনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্ণায়ক গঠন করে বা যোগান দেয়। এ হিসেবে বলতে গেলে চিন্তা এমন একটি পদ্ধতি যা ধারণার যৌক্তিকতা নির্ধারণ করে। তার মানে দাঁড়াল, দাবি-৩ যেখানে চিন্তাকে একটি পদ্ধতি হিসেবে ব্যাখ্যা করে, দাবি-৪ তা অস্বীকার করে। অর্থাৎ, চিন্তা সম্পর্কিত দাবি-৩ এবং দাবি-৪ এর ব্যাখ্যাদ্বয় পারস্পরিক বর্জনমূলক বিকল্প (exclusive disjunction)।

যাই হোক, দাবি-৪ অনুযায়ী, চিন্তা এবং ধারণা অভিন্ন। দাবি-৩ অনুযায়ী, চিন্তা বিশুদ্ধ। চিন্তা চিন্তাই। তা আর কিছুর সাথে মিশ্রিত নয় বা অন্য কিছুর মতো নয়। এভাবে ভাবলে, আমরা চিন্তা সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত-৪ এ পৌছাতে পারি। চিন্তা এবং ধারণাকে অভিন্ন মনে করলে অনুরূপ কোনো সিদ্ধান্তে আমরা কি পৌছাতে পারি? এ সিদ্ধান্ত সম্পর্কে জানতে গেলে, চিন্তা সম্পর্কিত দাবি-৩ এবং দাবি-৪ এর ব্যাখ্যা দুটির মধ্যকার পারস্পরিক বর্জনমূলক যে সম্পর্ক তার সাথে সংশ্লিষ্ট নতুন একটি প্রশ্ন আমাদের সামনে উত্থাপিত হয়। চিন্তা এবং ধারণা অভিন্ন হলে চিন্তা কেনো কোন পদ্ধতি হতে পারবে না? এ প্রশ্নের উত্তর চিন্তা এবং ধারণা অভিন্ন হলে চিন্তা পদ্ধতি না হয়ে কী হবে, সে বিষয়ে হেগেল প্রদত্ত দাবি-৪ এ অন্তর্ভুক্ত পরবর্তী বক্তব্যে নিহিত। সেখানে তিনি বলেন, চিন্তা এবং ধারণা অভিন্ন হলে, চিন্তাকে তার নিয়ম-কানুন এবং গঠনকারী উপাদানগুলোর স্ব-বিকাশী সামগ্রিকতার অর্থে নেয়া উচিত। অর্থাৎ, চিন্তা এমন একটি সামগ্রিকতা যা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন এবং গঠনকারী উপাদানগুলোর বিকাশে নিযুক্ত (সিদ্ধান্ত-৫)। যেখানে দাবি-৩ এর ব্যাখ্যানুযায়ী, চিন্তাকে চিন্তা হিসেবে ভাবলে তা ধারণাকে যুক্তিযুক্ত করার একটি মাধ্যম বা পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে মাত্র, সেখানে দাবি-৪ এর ব্যাখ্যানুযায়ী, যা চিন্তা, তাই ধারণা হবার কারণে চিন্তা ধারণাকে যুক্তিযুক্ত করার নিয়ম-কানুন নিয়ে কাজ না করে নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন নিয়ে কাজ করে। এ অর্থে, যখন চিন্তা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন নিয়ে কাজ করে, তখন প্রকৃতপক্ষে চিন্তা ধারণাকে যুক্তিযুক্ত করার নিয়ম-কানুন নিয়েই কাজ করে।

উপরের আলোচনায় এটি অন্তত স্পষ্ট, দাবি-৪ দাবি-৩ এর মতোই চিন্তা সম্পর্কিত একটি বিকল্প ব্যাখ্যা প্রস্তাব। তাই দাবি-৪ কে আমরা দাবি-২ এর সাথে মিলিয়ে নিম্নোক্ত জটিল দাবিটি পাই: "যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান, এবং এর নিয়ম-কানুন এবং বৈশিষ্ট্যগত রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত *করা যেতে পারে*, *যেখানে* চিন্তাকে একটি পদ্ধতি বা আকারের অর্থে না নিয়ে, বরং [চিন্তার] নিয়ম-কানুন এবং গঠনকারী উপাদানগুলোর স্ব-বিকাশী সামগ্রিকতার অর্থে নেয়া উচিত।" সিদ্ধান্ত-৫ কে বিবেচনায় নিয়ে, সংক্ষেপে বিষয়টি অনেকটা এরকম: যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান, যেখানে চিন্তা হচ্ছে এমন একটি সামগ্রিকতা যা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন বিকাশে নিযুক্ত (সংজ্ঞা-২খ)।

তাহলে আমরা দেখতে পাই, হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় সংজ্ঞাকে দু'ভাবে প্রকাশ করা যায়: সংজ্ঞা-২ক এবং সংজ্ঞা-২খ। আমি আগেই দেখিয়েছি, চিন্তা এবং ধারণার সম্পর্ক নিয়ে দেয়া চিন্তার দুটি সংজ্ঞাকেও পারস্পরিক বর্জনমূলক বলা যায়। তার মানে দাঁড়াল, চিন্তা সম্পর্কিত দুটি সাংঘর্ষিক ব্যাখ্যা থেকে যুক্তিবিদ্যার দুটি সাংঘর্ষিক

সংজ্ঞা পাওয়া যায়। কিন্তু এ দুটি সংজ্ঞা, যা একটি মূল সংজ্ঞার (দাবি-২) দুটি ভিন্ন প্রকাশ, আসলেই কি সাংঘর্ষিক? আসলেই তাই। কারণ, সংজ্ঞা-২ক যেখানে চিন্তাকে বিশুদ্ধ বা অবিমিশ্রিত হিসেবে ধরে নেয়, সেখানে সংজ্ঞা-২খ চিন্তাকে ধারণার সাথে এক করে দেখে। ফলশ্রুতিতে, সংজ্ঞা-২ক এ চিন্তাকে দেখি, ধারণাকে যৌক্তিক করতে ব্যস্ত থাকতে। অন্যদিকে, সংজ্ঞা-২খ এ দেখি, স্ব-বিকাশী সামগ্রিকতা হিসেবে নিজের নিয়ম-কানুন তৈরিতে ব্যস্ত থাকতে।

এখন সংজ্ঞা-২ক এবং সংজ্ঞা-২খ এর সাথে দাবি-১/ সংজ্ঞা-১ এর সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারলেই হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞাদ্বয়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ব্যাখ্যা প্রদান করা হয়ে যাবে। আলোচনার সুবিধার্থে, এর সাথে প্রাসঙ্গিক পিছনের কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় পাঠককে একটু স্মরণ করিয়ে দিই।

হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার প্রথম সংজ্ঞার সহজ প্রকাশ নিম্নরূপ: যুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান, যেখানে ধারণা চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমের মধ্যে থাকে বলে তাকে বিশুদ্ধ বলে ধরা হয় (সংজ্ঞা-১)। হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় সংজ্ঞাকে চিন্তা এবং ধারণার সম্পর্কের দুটি পারস্পরিক বর্জনমূলক ব্যাখ্যানুযায়ী দু'ভাবে উপস্থাপন করা যায়: সংজ্ঞা-২ক এবং সংজ্ঞা-২খ। যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান, যেখানে চিন্তা হচ্ছে একটি সাধারণ মাধ্যম বা যোগ্যতার পরিস্থিতি গঠনকারী, যা ধারণাকে যুক্তিযুক্ত করে (সংজ্ঞা-২ক)। যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান, যেখানে চিন্তা হচ্ছে এমন একটি সামগ্রিকতা যা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন বিকাশে নিযুক্ত (সংজ্ঞা-২খ)। সংজ্ঞা-২ক এর সাথে সংশ্লিষ্ট সিদ্ধান্ত-৪ কে নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করা যায়: ১) চিন্তা হিসেবে চিন্তা তথা বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত চিন্তা ধারণাকে ধারণ বা পরিবেশন করে (সিদ্ধান্ত-৪ক); ২) চিন্তা হিসেবে চিন্তা তথা বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত চিন্তা ঐ ধারণাকেই ধারণ বা পরিবেশন করে যা যৌক্তিক (সিদ্ধান্ত-৪খ); এবং ৩) চিন্তা হিসেবে চিন্তা তথা বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত চিন্তা কোনো ধারণার যৌক্তিকতা তার নিজের যোগান দেয়া বা গঠন করা মানদণ্ড অনুযায়ী নিরূপণ করে (সিদ্ধান্ত-৪গ)। অন্যদিকে, সংজ্ঞা-২খ এর সাথে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত পাই: চিন্তা এমন একটি সামগ্রিকতা যা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন এবং গঠনকারী উপাদানগুলোর বিকাশে নিযুক্ত (সিদ্ধান্ত-৫)।

যুক্তিবিদ্যার দ্বৈত সংজ্ঞার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক

এখন আমি হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দুটির মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক ব্যাখ্যা করব। হেগেল প্রদত্ত সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ এর পারস্পরিক সম্পর্ক আমি প্রথমত উপর্যুক্ত সংজ্ঞা-

২ এর প্রথম ব্যাখ্যার (সংজ্ঞা-২ক) প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা করব। পূর্বেই দেখানো হয়েছে, সিদ্ধান্ত-৪ক, ৪খ এবং ৪গ সংজ্ঞা-২ক থেকে অনুসৃত। তাই এসব সিদ্ধান্তের সাথে সংজ্ঞা-১ এর সম্পর্কের গতিপথ প্রদর্শন করতে পারলেই সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ এর পারস্পরিক সম্পর্ক যথেষ্ট উন্মোচিত হবে বলে প্রতীয়মান হচ্ছে।

যুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান (সংজ্ঞা-১)। আর এ ধারণা থাকে চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমে (সংজ্ঞা-১)। অর্থাৎ, বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত চিন্তা ধারণাকে ধারণ বা পরিবেশন করে (সিদ্ধান্ত-৪ক)। তাই এটি যৌক্তিক হিসেবে পরিগণিত হয় (সিদ্ধান্ত-৪খ)। বিশুদ্ধ বা বিমূর্ত চিন্তা কোনো ধারণার যৌক্তিকতা তার নিজের যোগান দেয়া বা গঠন করা মানদণ্ড অনুযায়ী নিরূপণ করে (সিদ্ধান্ত-৪গ)। ফলশ্রুতিতে, যুক্তিবিদ্যাকে বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান হিসেবে ভাবলে তা আসলে এমন বিজ্ঞান হয়ে দাঁড়ায় যা ধারণার যৌক্তিকতা কীভাবে বা কোন মানদণ্ডের ভিত্তিতে নির্ণয় করা হবে তা আলোচনা করে। আর বিমূর্ত চিন্তা কোনো ধারণার যৌক্তিকতা নিজস্ব মানদণ্ড অনুযায়ী নিরূপণ করার কারণে বিমূর্ত চিন্তার আলোচনাও যুক্তিবিদ্যা নামক বিজ্ঞানের পরিধির মধ্যে অপরিহার্যভাবে পড়ে। তাই যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান (সংজ্ঞা-২) হিসেবে উল্লেখ করলেও ভুল হবে না। কাজেই, সংজ্ঞা-২ এর প্রথম ব্যাখ্যার (সংজ্ঞা-২ক) প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ এর যে পারস্পরিক সম্পর্ক তা সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক নয়। বরং তারা একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ।

হেগেল প্রদত্ত সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ এর পারস্পরিক সম্পর্ক আমি এখন উপর্যুক্ত সংজ্ঞা-২ এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা (সংজ্ঞা-২খ) এর প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা করব। পূর্বের আলোচনা থেকে এটি পরিষ্কার, সিদ্ধান্ত-৫ দাবি-৪ থেকে নিসৃত। অন্যদিকে, দাবি-৪ সংজ্ঞা-২ এর হেগেলিয় দ্বিতীয় ব্যাখ্যা (সংজ্ঞা-২খ) থেকে অনুসৃত। তাই বলা যায়, সিদ্ধান্ত-৫ মূলত সংজ্ঞা-২খ এরই ভিন্ন প্রকাশ। তাই এ সিদ্ধান্তের সাথে সংজ্ঞা-১ এর সম্পর্কের গতিপথ যথাযথভাবে নির্দেশ করতে পারলেই সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ এর পারস্পরিক সম্পর্ক যথেষ্ট প্রতিভাসিত হবে বলে অনুভূত হচ্ছে।

আগেই উল্লেখ করেছি, যুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান, যেখানে ধারণা চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমে থাকে (সংজ্ঞা-১)। চিন্তা আর ধারণা অভিন্ন (দাবি-৪) বলে, সংজ্ঞা-১ কে আমরা নিম্নোক্তভাবে প্রকাশ করতে পারি: যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান (সংজ্ঞা-২)। এভাবে ব্যাখ্যা করলে, দেখা যাচ্ছে, সংজ্ঞা-২ এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যা (সংজ্ঞা-২খ) এর প্রেক্ষাপট থেকে বিবেচনা করলে সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক নয়। বরং এ

সম্পর্ক হচ্ছে পারস্পরিক রূপান্তরমূলক (reductive)। অর্থাৎ, সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ কে পরস্পরের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়। অন্যকথায়, সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ যুক্তিবিদ্যার দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা যা প্রকৃতপক্ষে একই ধরণের বক্তব্য উপস্থাপন করে। বা তারা যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা বিষয়ক একই বক্তব্যের দুটি ভিন্ন প্রকাশ।

কিন্তু আমরা ইতিমধ্যে দেখেছি, সংজ্ঞা-২ এর ব্যাখ্যাদ্বয় (সংজ্ঞা-২ক ও ২খ) পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক। যদি তাই হয়, সংজ্ঞা-১ এর সাথে সংজ্ঞা-২ক এর সম্পর্ক পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক না হলে, সংজ্ঞা-১ এর সাথে সংজ্ঞা-২খ এর সম্পর্ক পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক হওয়া উচিত। কিন্তু উপর্যুক্ত ব্যাখ্যানুযায়ী তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক নয়। তাহলে প্রশ্ন ওঠে, সংজ্ঞা-২ এর ব্যাখ্যাদ্বয় (সংজ্ঞা-২ক ও ২খ) পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক হওয়া সত্ত্বেও সংজ্ঞা-২ক এর সাথে সংজ্ঞা-১ এর পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সংজ্ঞা-২খ এর সাথে সংজ্ঞা-১ এর পারস্পরিক সম্পর্ক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক নয় কেন? অন্যকথায়, সংজ্ঞা-২ এর পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক দুটি ব্যাখ্যাই সংজ্ঞা-১ এর সাথে একই ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে কি? যদি পারে, তাহলে এ ঘটনাকে কেন অস্বাভাবিক (anomalous) হিসেবে গণ্য করা হবে না? যেহেতু যুক্তিবিদ্যাকে বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান (সংজ্ঞা-১) এবং চিন্তার বিজ্ঞান (সংজ্ঞা-২) উভয়ভাবেই কোন ধরণের বৈপরীত্যের মুখোমুখি হওয়া ছাড়াই প্রকাশ করা যায় বলে আপাতদৃষ্টিতে মনে হচ্ছে, দাবি-৪ থেকে অনুসৃত সিদ্ধান্ত-৫ কে (যা প্রকৃতপক্ষে সংজ্ঞা-২খ এরই ভিন্ন প্রকাশ) এ রূপান্তরমূলক সম্পর্ক কীভাবে মোকাবেলা করে তার উপরই নির্ভর করে এ প্রশ্নসমূহের গ্রহণযোগ্য উত্তর।

সিদ্ধান্ত-৫ অনুযায়ী, চিন্তা এমন একটি সামগ্রিকতা যা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন এবং গঠনকারী উপাদানগুলোর বিকাশে নিযুক্ত। আমি আগেই দেখিয়েছি, সিদ্ধান্ত-৫ কে বিবেচনায় নিলে আমরা যে সংজ্ঞা-২খ পাই, তার প্রকাশ অনেকটা এমন: যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান, যেখানে চিন্তা হচ্ছে এমন একটি সামগ্রিকতা যা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন বিকাশে নিযুক্ত। অন্যদিকে, সংজ্ঞা-১ মতে, যুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান, যেখানে ধারণা চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমে থাকে। আমি কিঞ্চিৎ পূর্বেই দেখিয়েছি, সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ এর সম্পর্ক পারস্পরিক রূপান্তরমূলক। সিদ্ধান্ত-৫ কে বিবেচনায় নিলে আমরা কি তাদের মধ্যকার একই ধরণের পারস্পরিক রূপান্তরমূলক সম্পর্ক পাই? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে সদর্থক উত্তরই দিতে হয়। কারণ সংজ্ঞা-১ কে আমরা চাইলে এভাবেও প্রকাশ করতে পারি: যুক্তিবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান এমন বিশুদ্ধ ধারণা নিয়ে আলোচনা করে

যা এমন চিন্তার বিমূর্ত মাধ্যমে থাকে যে চিন্তা হচ্ছে এমন একটি সামগ্রিকতা যা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন বিকাশে নিযুক্ত। একইভাবে, সংজ্ঞা-২ কে আমরা নিম্নোক্তভাবেও প্রকাশ করতে পারি: যুক্তিবিদ্যা এমন একটি বিজ্ঞান যে বিজ্ঞান এমন চিন্তা নিয়ে আলোচনা করে যার বিমূর্ত মাধ্যমে বিশুদ্ধ ধারণা থাকে এবং যা এমন একটি সামগ্রিকতা যা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন বিকাশে নিযুক্ত। তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সংজ্ঞা-২ এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যার (সংজ্ঞা-২খ) প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা করলেও সংজ্ঞা-১ এর সাথে সংজ্ঞা-২ এর সম্পর্ক পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক না হয়ে পারস্পরিক রূপান্তরমূলক হয়।

এভাবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, সংজ্ঞা-২ এর পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক দুটি ব্যাখ্যাই সংজ্ঞা-১ এর সাথে একই ধরণের সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এবং এ ঘটনাকে কোনো অস্বাভাবিক বিষয় হিসেবেও গণ্য করা ঠিক হবে না। জ্ঞানের যেকোন শাখা কোনো ধরণের সমস্যা ব্যতিরেকেই পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। যুক্তিবিদ্যাও তার ব্যতিক্রম নয়। যেমন, আমরা যদি বিভিন্ন ধরণের নীতিতত্ত্ব নিয়ে আলোচনা করে যে নীতিবিদ্যা তার কথা বিবেচনা করি, তাহলে আমরা দেখতে পাই, মিলের উপযোগবাদ (utilitarianism) এবং কান্টের কর্তব্য বিষয়ক নীতিতত্ত্ব (deontological ethics) পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক হলেও দুটিরই উদ্দেশ্য একই; তা হলো কাজের ভাল-মন্দ বিচার করা (দেখুন Hinman, 2008; Mackinnon & Fiala, 2015; Shafer-Landau, 2018)। তদ্রুপভাবে, যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত সংজ্ঞা-২ এর দুটি ব্যাখ্যা পারস্পরিক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক হলেও দুটিরই উদ্দেশ্য সংজ্ঞা-২ এর মাধ্যমে যুক্তিবিদ্যাকে আমাদের সামনে অধিকতর বোধগম্যভাবে উপস্থাপন করা। এ কারণে, সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ এর সম্পর্ককে পরস্পরককে স্পষ্টীকরণের কাজে লিপ্ত সম্পর্ক বললেও অত্যুক্তি হবে না বলে প্রতিপাদিত হচ্ছে। কাজেই, সংজ্ঞা-২ এর দ্বিতীয় ব্যাখ্যার (সংজ্ঞা-২খ) প্রেক্ষাপট থেকে আলোচনা করলে আমরা দেখতে পাই, সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ এর পারস্পরিক সম্পর্ক সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক নয়। বরং এ সম্পর্ক রূপান্তরমূলক বা স্পষ্টীকরণমূলক (clarifying)।

উপরে বর্ণিত উপায়ে সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২ এর পারস্পরিক সম্পর্ককে বিবেচনায় নিলে এটি মনে হচ্ছে, হেগেল যখন যুক্তিবিদ্যাকে বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান বলেন, তখন তিনি এটি অস্বীকার করেন না যে যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান হতে পারবে। বরং তিনি এটিই হয়তো বলতে চেয়েছেন, যুক্তিবিদ্যা একই সাথে বিশুদ্ধ ধারণা এবং চিন্তার বিজ্ঞান। বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যখন আমরা তিনি যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত সংজ্ঞা-১ প্রদান করার একটু পরই যে ভাষায় সংজ্ঞা-২ প্রদান করেন তা লক্ষ্য করি। তিনি সেখানে বলেন,

"যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান, এবং এর নিয়ম-কানুন এবং বৈশিষ্ট্যগত রূপ হিসেবে সংজ্ঞায়িত *করা যেতে পারে*" (Hegel, 1972, p. 40; তেরছাক্ষর প্রাবন্ধিক কর্তৃক যুক্ত)। "করা যেতে পারে" অভিব্যক্তি থেকে এটি স্পষ্ট, যুক্তিবিদ্যাকে বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান বললেও হেগেল যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান হিসেবে দেখার বিপক্ষে নন। চিন্তার বিজ্ঞান হিসেবে এটি চিন্তার প্রকৃতি ও নিয়ম-কানুন নিয়ে আলোচনা করে। কারণ এসব নিয়ম-কানুনের মাধ্যমেই আমরা জানতে পারব, আমাদের কোনো ধারণা যৌক্তিক নাকি অযৌক্তিক। আবার, যুক্তিবিদ্যা একই সাথে চিন্তা কীভাবে একটি স্ব-বিকাশী সামগ্রিকতা এটির আলোচনা করে। এর পাশাপাশি এটি কীভাবে এ স্ব-বিকাশী সামগ্রিকতা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন বিকাশ করে তা নিয়েও অধ্যয়ন করে। স্ব-বিকাশী সামগ্রিকতা হিসেবে চিন্তা সম্পর্কিত এ আলোচনার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি কীভাবে চিন্তা আর ধারণা অভিন্ন। মোদ্দাকথা, হেগেল একই গ্রন্থাংশে অল্প ব্যবধানে যুক্তিবিদ্যার দৃশ্যত দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা (সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২) প্রদান করলেও, এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যে সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড় এবং পারস্পরিক সমর্থনমূলক। অন্যভাবে বলা যায়, তারা পৃথক দুটি সংজ্ঞা হলেও মূলত যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত একই ধরণের বক্তব্যের দুটি ভিন্ন প্রকাশ।

"করা যেতে পারে" অভিব্যক্তি এবং চিন্তা সংক্রান্ত চারটি বিষয়

হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দুটির সম্পর্ক বিষয়ক আমার আলোচনার বৈধতা নির্ণয়ের জন্যে আমরা এখন হেগেলের আলোচ্য গ্রন্থাংশে বর্ণিত চিন্তার সরলতম (simplest) কিন্তু জনপ্রিয় (popular) চারটি বিষয় (point) সম্বন্ধে সংক্ষেপে জানব। এখানে উল্লেখ্য, চিন্তার এ চারটি বিষয়ের কোনটিই হেগেল নিজে প্রদান করেননি বলে তিনি স্বীকার করেছেন।[৬] কিন্তু তিনি মনে করেন, এগুলোকে "বাস্তব সত্য হিসেবে ধরা যেতে পারে" ("may be taken for facts") (Hegel, 1972, p. 40)। আমি এখন এ চারটি বিষয় উল্লেখ করার পাশাপাশি কীভাবে এগুলো হেগেলের "করা যেতে পারে" অভিব্যক্তি সমর্থন করার মাধ্যমে যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় সংজ্ঞা যে আসলে হেগেলেরই সংজ্ঞা তার যথার্থতার পক্ষে যুক্তি তুলে ধরব।

বিষয়-১: চিন্তা *ব্যক্তিনিষ্ঠ ক্রিয়াকলাপ* (subjective activity)। ব্যক্তিমনের (subject-mind) অনেক ক্রিয়াকলাপ রয়েছে। যেমন, সংবেদন, উপলব্ধি, কল্পনা, আকাঙ্ক্ষা, ইচ্ছা ইত্যাদি। এদের মতোই চিন্তা মনের একটি ক্রিয়াকলাপ বা অনুষদ (faculty)। চিন্তার বৈশিষ্ট্য বা ক্রিয়াকলাপের ফসল (product) সর্বজনীন (universal) এবং বিমূর্ত (abstract)। মনের একটি ক্রিয়াকলাপ হিসেবে বিবেচিত হওয়ার কারণে

চিন্তাকে *সক্রিয় সর্বজনীন* (active universal) বলা হয়। ব্যক্তিমনের ক্রিয়াকলাপ হওয়া সত্ত্বেও অন্য ক্রিয়াকলাপের সাথে চিন্তার একটি বিশেষ পার্থক্য রয়েছে: স্বাতন্ত্রসূচক এ বিশেষ ক্রিয়াকলাপের উপর ভিত্তি করেই মানুষের সাথে অন্যদের পার্থক্য করা হয়।[৭] এটি একটি এমনই গুরুত্বপূর্ণ মানববৈশিষ্ট্য যে এরিস্টটল চিন্তার অভিজ্ঞতালব্ধ নিয়ম-কানুন পর্যালোচনার জন্যে যুক্তিবিদ্যা নামক জ্ঞানের একটি আলাদা শাখা প্রতিষ্ঠা করেন (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Hegel, 1972, pp. 43-46)।

বিষয়-২: চিন্তাকে কোন কিছু সম্পর্কে *অনুধ্যান*ও (reflection upon something) বলা যায়। অনুধ্যানের মাধ্যমে আমরা কোনো বস্তুর প্রকৃত গঠন (the real constitution of the object) আবিষ্কার করতে (to discover) পারি। অর্থাৎ, অনুধ্যানের মাধ্যমে আমরা কোনো বস্তুর যা কিছু স্থির (fixed) ও স্থায়ী (permanent) তা সম্পর্কে জানতে পারি। এ জানা গুরুত্বপূর্ণ। কারণ বস্তুর এ স্থির ও স্থায়ী কিছুই "বিশেষকে চালিত করে" ("governs the particulars)। এটিই সর্বজনীন যা আমরা অনুধ্যানের মাধ্যমে আবিষ্কার করি। সর্বজনীনকে বাস্তব সত্য (the fact), সারসত্তা (the essence) বা অন্তর্নিহিত মূল্যও (the intrinsic value) বলা যেতে পারে যা আমরা কেবল চিন্তা তথা অনুধ্যানের মাধ্যমে বুঝতে (to apprehend) বা উন্মোচন করতে (to elicit) বা নিশ্চিত হতে (to ascertain) পারি। কারণ সর্বজনীন বস্তুজগতে অস্তিত্বশীল এমন কিছু নাই যেটিকে ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষণ বা শ্রবণ করা যাবে। বরং এটির অস্তিত্ব চিন্তা তথা অনুধ্যানের মাধ্যমে শুধুমাত্র ব্যক্তিমনেই ধরা দেয় (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Hegel, 1972, pp. 46-47)।

বিষয়-৩: প্রতিটি জিনিসের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ প্রকৃতি যা আমরা জানি (everything we know both of outward and inward nature) – এক কথায়, *বস্তুনিষ্ঠ জগৎ* (objective world), তা আমাদের চিন্তায় রয়েছে। ফলশ্রুতিতে, সে চিন্তাই প্রত্যক্ষিত বস্তুর সত্যতা প্রকাশ করে। অর্থাৎ, চিন্তার মাধ্যমেই আমাদের সামনে *বস্তুনিষ্ঠ সত্য* (objective truth) উন্মোচিত হয় (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Hegel, 1972, pp. 47-48)।

বিষয়-৪: চিন্তার পরিশ্রমের কারণেই আমরা *বস্তুর আসল প্রকৃতি* (the real nature of the object) সম্পর্কে জানতে পারি। আর চিন্তার পরিশ্রম হল *আমার* (অর্থাৎ, ব্যক্তির) কর্ম (exertion of thought is my act)। সেদিক থেকে বলা যায়, ব্যক্তিমনের ফসল হচ্ছে বস্তুর আসল প্রকৃতি। কাজেই, বস্তুর আসল প্রকৃতির উৎস হচ্ছে সকল বাহ্যিক প্রভাব

(extraneous influences) থেকে মুক্ত ব্যক্তিসত্তা (Ego) (বিস্তারিত আলোচনার জন্য দেখুন Hegel, 1972, pp. 48-49)।

হেগেল প্রদত্ত সিদ্ধান্ত-৫ মতে, চিন্তা এমন একটি সামগ্রিকতা যা নিজেই নিজের নিয়ম-কানুন এবং গঠনকারী উপাদানগুলোর বিকাশে নিযুক্ত। এখন উপরে প্রদত্ত চারটি বিষয়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করি। বিষয়-১ অনুসারে, চিন্তা ব্যক্তিমনেরই কার্যাবলি। বিষয়-২ মতে, চিন্তা তথা অনুধ্যানের মাধ্যমে আমরা বস্তুর সর্বজনীনকে জানতে পারি। বিষয়-৩ অনুযায়ী, চিন্তার মাধ্যমেই আমাদের সামনে বস্তুনিষ্ঠ সত্য উন্মোচিত হয়। বিষয়-৪ অনুকরণ করে বলা যায়, ব্যক্তি-মনের ফসল হচ্ছে বস্তুর আসল প্রকৃতি। যদি তাই হয়, তাহলে সিদ্ধান্ত-৫ এর মত করে বলা যায়, চিন্তা ব্যক্তিমনের এমন একটি সামগ্রিকতা যার অন্যতম কাজ হলো যা সর্বজনীন ও বিমূর্ত তাকে জানা বা উন্মোচন করা। হেগেলের যুক্তিবিদ্যা নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে জন বারবিজ যেমনটি বলেন, "আমাদের ক্রমবর্ধমান অভিজ্ঞতা ধারণার একটি নেটওয়ার্কে পাতিত হয় যা কেবল তখনই সুস্পষ্ট হয় ওঠে যখন যুক্তিবিদ্যা ধারণার সংজ্ঞাকে সুনির্দিষ্ট করতে, প্রভাবগুলো অন্বেষণ করতে এবং কিছু ধরণের যৌক্তিক প্রয়োজনীয়তার সাথে জটিল ঐক্যগুলোকে সংহত করার দিকে মনোযোগ দেয়" (Our cumulative experience becomes distilled into a network of concepts that becomes explicit only when logic turns its attention to making precise the definition of concepts, exploring implications, and integrating complex unities with some kind of rational necessity.") (Burbidge, 2014, p. 112; প্রাবন্ধিক কর্তৃক অনূদিত)।

মানুষ বস্তু সম্পর্কে সর্বজনীন ও বিমূর্তকে জানতে পারে বলেই মানুষ অন্যদের থেকে আলাদা। চিন্তাই একমাত্র জিনিস যা সত্য জানতে পারে। স্বাতন্ত্র্যসূচক এ বৈশিষ্ট্যের ব্যাপারে মানুষ যেন আরও সচেতন হয় তাই তাদের এমন প্রশিক্ষণ দেয়া প্রয়োজন যেন সে জানে সে কে। বস্তুত, আলোচ্য গ্রন্থাংশের অন্য এক স্থানে হেগেল মত প্রকাশ করেন, এ প্রশিক্ষণ দেয়ার মধ্যেই যুক্তিবিদ্যার অন্যতম মূল্য নিহিত (Hegel, 1972, pp. 42-43)। কারণ যুক্তিবিদ্যার বিষয়বস্তু হচ্ছে চিন্তা (তুলনীয়, Hegel, 1972, p. 46)। তাই এটি চিন্তার প্রকৃতি এবং এর ন্যায্যতা নিয়ে আলোচনা করে (Hegel, 1972, p. 43)। এ কারণে কীভাবে সত্যের পরম রূপটি জানা যায় সে সম্পর্কে যুক্তিবিদ্যা পারে আমাদেরকে চিন্তা করার প্রশিক্ষণ দিতে (Hegel, 1972, pp. 41-42)। এ প্রশিক্ষণ লাভের ফলে আমরা বুঝতে পারব আমাদের কোনো ধারণা যৌক্তিক কিনা।

এ আলোচনার ভিত্তিতে এটি বলা যায়, চিন্তা যদি যুক্তিবিদ্যার আলোচ্য বিষয়বস্তু হয় এবং এটির মূল্য যদি মানুষকে চিন্তা করার প্রশিক্ষণ দানের মধ্যে নিহিত থাকে, তাহলে যুক্তিবিদ্যাকে অবশ্যই চিন্তার বিজ্ঞান বলা যায়। কাজেই, হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় সংজ্ঞার শুরুতে "করা যেতে পারে" অভিব্যক্তিটি চিন্তা সম্পর্কিত উপর্যুক্ত চারটি বিষয়ের দ্বারা সমর্থনযোগ্য। তাই, হেগেল যখন যুক্তিবিদ্যাকে বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান বলেন, তখন তিনি একই সাথে এটিও স্বীকার করেন, যুক্তিবিদ্যা চিন্তার বিজ্ঞান। মূলত তিনি যুক্তিবিদ্যা একই সাথে বিশুদ্ধ ধারণা এবং চিন্তার বিজ্ঞান এ বিষয়টি বুঝানোর জন্যেই যুক্তিবিদ্যার দ্বিতীয় সংজ্ঞায় "করা যেতে পারে" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেছেন। তাই আমাদের স্বীকার করা উচিত, হেগেল একই গ্রন্থাংশে অল্প ব্যবধানে যুক্তিবিদ্যার *দৃশ্যত* দুটি ভিন্ন সংজ্ঞা (সংজ্ঞা-১ এবং সংজ্ঞা-২) প্রদান করলেও, তারা আসলে যুক্তিবিদ্যা সম্পর্কিত একই ধরণের বক্তব্যের দুটি ভিন্ন প্রকাশ।

আর যুক্তিবিদ্যাকে যখন এমন করে চিন্তার বিজ্ঞান হিসেবে সংজ্ঞায়িত করি, তখন "যুক্তিবিদ্যা অধিবিদ্যাসদৃশ হয়" ("Logic … coincides with metaphysics") বলে হেগেল গ্রন্থাংশের শেষের দিকে মত প্রকাশ করেন (Hegel, 1972, p. 49)। কারণ অধিবিদ্যা চিন্তায় ধরা দেয়া বস্তু সম্পর্কিত বিজ্ঞান বৈ আর কিছুই না। অর্থাৎ, অধিবিদ্যা যে বস্তু নিয়ে আলোচনা করে, সেই বস্তুর সারসত্তা চিন্তার মাধ্যমেই জানা যায় বা প্রকাশিত হয়। আর সে চিন্তার নিয়ম-কানুন নিয়ে আলোচনা করার অধিকার কেবল যুক্তিবিদ্যার।[৮]

উপসংহার

হেগেলের মতে যুক্তিবিদ্যা বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান হলেও এটিকে চিন্তার বিজ্ঞান হিসেবেও সংজ্ঞায়িত করা যেতে পারে। কারণ চিন্তা হচ্ছে একটি বিমূর্ত বা বিশুদ্ধ মাধ্যম যা ধারণাকে স্বতন্ত্রভাবে যৌক্তিক করে। অর্থাৎ, চিন্তা হচ্ছে এমন কিছু নির্ণায়ক গঠনকারী বা যোগানদাতা যার উপর ধারণার যৌক্তিকতা নির্ভর করে বলে যুক্তিবিদ্যা একইসাথে ধারণা এবং চিন্তার বিজ্ঞান। যুক্তিবিদ্যার অন্যতম আলোচ্য বিষয় হচ্ছে চিন্তা এবং এর বিভিন্ন নিয়ম-কানুন। এভাবে বিবেচনা করলে যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান হিসেবে ভাবা যায়। আবার, চিন্তা এবং ধারণাকে অভিন্ন করে দেখলে, যা ধারণার বিজ্ঞান, তাই চিন্তার বিজ্ঞান। অধিকন্তু, যুক্তিবিদ্যার প্রথম সংজ্ঞা থেকে দ্বিতীয় সংজ্ঞা প্রদানের পরিবৃত্তি (transition) খেয়াল করলে দেখি, হেগেল "করা যেতে পারে" অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেছেন। তার থেকে এটি স্পষ্ট, যুক্তিবিদ্যাকে বিশুদ্ধ ধারণার বিজ্ঞান বললেও হেগেল যুক্তিবিদ্যাকে চিন্তার বিজ্ঞান হিসেবে দেখার বিপক্ষে নন। আমার এ দাবির সত্যতা আরও নিশ্চিত হয় যখন আমরা চিন্তা

সম্পর্কিত চারটি জনপ্রিয় বিষয় সম্পর্কিত হেগেলের বিবরণ পর্যালোচনা করি। এ চারটি বিষয়কে একসাথে নিয়ে বলা যায়, চিন্তা করতে পারা মানুষের এমন একটি স্বাতন্ত্রসূচক বৈশিষ্ট্য যার কারণে প্রকৃতির সকল সৃষ্টির মধ্যে শুধুমাত্র মানুষই পারে যেকোন কিছু সম্পর্কে সর্বজনীন ও বিমূর্ত ধারণা লাভ করতে। আর এ বিষয় আলোচনা কিংবা মানুষকে এ বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষণদানের জন্য জ্ঞানের যে শাখা তাই যুক্তিবিদ্যা। কাজেই, হেগেল প্রদত্ত যুক্তিবিদ্যার সংজ্ঞা দুটির মধ্যে পারস্পরিক যে সম্পর্ক তা কোনোভাবেই সাংঘর্ষিক বা বর্জনমূলক নয়। বরং এ সম্পর্ক রূপান্তরমূলক বা স্পষ্টীকরণমূলক বলে সংজ্ঞাদ্বয়কে একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ বললেও অত্যুক্তি হবে না।

তথ্যনির্দেশ

১. কপি এবং গৌল্ড (1972) নির্বাচিত হেগেলের গ্রন্থাংশে মাইকেল ওয়ালেস কর্তৃক করা ইংরেজি অনুবাদ অনুসরণ করা হয়েছে (এ প্রসঙ্গে দেখুন Hegel, 1974)। বর্তমান প্রবন্ধে আমি কপি এবং গৌল্ডকেই অনুসরণ করেছি বলে বাংলায় অনুবাদের ক্ষেত্রে আমি ওয়ালেসের ইংরেজি অনুবাদকেই অনুকরণ করেছি।

২. বস্তুত এ দুটি সংজ্ঞার মধ্যবর্তী স্থানে মাত্র দুটি বাক্য রয়েছে।

৩. ইংরেজি 'but' শব্দের অনেকগুলো ব্যবহারের মধ্যে এটি অন্যতম। প্রয়োজনে দেখুন *Oxford Advanced Learner's Dictionary* বা এটির মতো যেকোনো আদর্শ ইংরেজি থেকে ইংরেজি অভিধান।

৪. একটি বিষয় এখানে মনে রাখা দরকার। হেগেল এখানে ধারণা বলতে বিশুদ্ধ ধারণাকে বুঝিয়েছেন। কাজেই যখন আমি 'ধারণা' বলব, আমি আসলে "বিশুদ্ধ ধারণাই" বুঝাচ্ছি।

৫. প্রতীকী যুক্তিবিদ্যার যেকোনো আদর্শ পাঠ্যবইতেই এ নিয়মটি পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ দেখুন Copi (1999, pp. 16-18)।

৬. হেগেল বলেন, "বর্তমান এবং নিম্নলিখিত বিভাগে চিন্তার বিবরণ প্রদানকারী প্রস্তাবগুলো এ বিষয়ে আমার বক্তব্য বা মতামত হিসেবে দেয়া হয়নি" ("The propositions giving an account of thought in this and the following sections are not offered as assertions or opinions of mine on the matter.") (Hegel, 1972, p. 43)।

৭. এক্ষেত্রে হেগেল এরিস্টটলকে অনুসরণ করেছেন (Inwood, 1992, p. 292)।

৮. বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য যুক্তিবিদ্যা এবং অধিবিদ্যার মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় নয়। কিংবা এটি ব্যাখ্যা করাও নয় যে কেন হেগেল যুক্তিবিদ্যা অধিবিদ্যাসদৃশ হয়ে যায় বলে মনে করেন।

এ ধরণের আলোচনা বর্তমান প্রবন্ধের পরিসীমার বাইরে। কিন্তু আগ্রহী পাঠকেরা এ সম্পর্কে জানতে দেখতে পারেন Burbidge (1996, 2007, 2004), Houlgate (2005, 2006), Pippin (1989, 2017, 2018), এবং Stern (2009)।

গ্রন্থপঞ্জি

Burbidge, J. W. (1996). *Real process: How logic and chemistry combine in Hegel's philosophy of nature*. Toronto: Toronto University Press.

Burbidge, J. W. (2007). *Hegel's systematic contingency*. London: Palgrave Macmillan.

Burbidge, J. W. (2014). Hegel's *logic* as metaphysics. *Hegel Bulletin*, 35(1), 100-115.

Copi, I. M. (1999). *Symbolic logic*. New Delhi: Prentice-Hall of India.

Hegel, G. W. F. (1874). *The logic of Hegel*. Excerpted from *The Encyclopaedia of the Philosophical Sciences* (W. Wallace, Trans), (pp. 25-38). Oxford: Clarendon Press.

Hegel, G. W. F. (1972). Logic as metaphysics. In I. M. Copi & J. A. Gould (Eds.), *Readings on logic* (pp. 40-49). New York: Macmillan.

Hegel, G. W. F. (2010). *Encyclopedia of the philosophical sciences in basic outline, Part I: Science of logic* (K. Brinkmann & D. O. Dahlstrom, Trans. & Eds.). Cambridge: Cambridge University Press.

Hinman, L. M. (2008). *Ethics: A pluralistic approach to moral theory*. Belmont, CA: Thomson Wadsworth.

Houlgate, S. (2005). *An introduction to Hegel: Freedom, truth and history*. Oxford: Blackwell.

Houlgate, S. (2006). *The opening of Hegel's logic*. West Lafayette: Purdue University Press.

Inwood, M. (1992). *A Hegel dictionary*. Oxford: Blackwell.

MacKinnon, B, & Fiala, A. (2015). *Ethics: Theory and contemporary issues*. Stamford, CT: Cengage Learning.

Pippin, R. B. (1989). *Hegel's idealism: The satisfactions of self-consciousness*. Cambridge: Cambridge University Press.

Pippin, R. B. (2017). Hegel on logic as metaphysics. In Dean Moyar (ed.), *The Oxford handbook of Hegel* (pp. 199-218). New York: Oxford University Press.

Pippin, R. B. (2018). *Hegel's realm of shadows: Logic as metaphysics in the science of logic*. Chicago: The University of Chicago Press.

Shafer-Landau, R. (2018). *The fundamentals of ethics*. New York: Oxford University Press.

Stern, R. (2009). *Hegelian metaphysics*. Oxford: Oxford University Press.